দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 19 AUG 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

মনোবিজ্ঞানের প্রায়োগিক ক্ষেত্র চিহ্নিত করার তাগিদ শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, দেশের উন্নয়নে মনোবিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। তাই মনোবিজ্ঞানের প্রায়োগিক ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে তাদের এগিয়ে আসতে হবে। সে অনুযায়ী উদ্যোগ নিতে হবে প্রয়োজনীয় জনবল তৈরির।

গতকাল ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ মিলনায়তনে 'উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মনোবিজ্ঞান শিক্ষা কার্যক্রমের সমস্যা ও সমাধানের উপায়' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী। বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতি এ সেমিনারের আয়োজন করে।

নাহিদ বলেন, একজন মানুষের সার্বিক বিকাশ ও সমাজের অগ্রগতিতে মনোবিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

তিনি বলেন, দক্ষ ও যোগ্য জনবলের আমাদের অভাব রয়েছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে। তাই সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবসম্মত প্রস্তাব পেলে সরকার এ বিষয়ে কাজ করবে। মন্ত্রী বলেন, শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ ও তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে মনোবিজ্ঞানীরা ভূমিকা রাখতে পারেন। স্কুলপর্যায়ে অটিস্টিক শিশুদের চিহ্নিত করতে ও তাদের মানসিক বিকাশে মনোবিজ্ঞানীদের সাহায্য প্রয়োজন।

তিনি বলেন, আমাদের নতুন প্রজন্মকে এমন দক্ষতা দিতে হবে, যাতে সে দুনিয়ার যে কোনো জায়গায় গিয়ে কাজ করতে পারে।

বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. মাহমুদুর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, মনোবিজ্ঞান সমিতির সহসভাপতি ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমদ খান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এস্এম ওয়াহিদুজ্জামান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা এবং মনোবিজ্ঞান সমিতির সাবেক সভাপতি ড. মো. রওশন আলী, ড. আব্দুল খালেক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. মো. শামসুদ্দীন ইলিয়াস। সেমিনারে বক্তারা উচ্চ মাধ্যমিকের মানবিক শাখায় মনোবিজ্ঞানকে আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে এবং বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখায় ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান।